মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত
গোস্বামী মহারাজ

৫৭ বর্ষ ❀ ১১-১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৪২৭ ❀ জুন-জুলাই, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভগবানের ভজন করতে গেলে সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। ভজন বিনা গতি নাই	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৯
৫। জৈবধর্ম	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১২
৬। শ্রীশ্রীগৌরকথা সপ্তাহের চতুর্থ দিবস	সংগ্রাহক ঃ- শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা	১৩
৮। শ্রী নবদ্বীপধাম পরিক্রমা বিবরণ	সংগ্রাহক - রুক্মিনী দাসী, নবদ্বীপ	১৪
৭। রথযাত্রার প্রাক্কালে কটক, পুরী, আলালনাথ ও রেমুনায় প্রচার	সংগ্রাহক - প্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী	১৭
৯। শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ১১-১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৪২৭ ❀ জুন-জুলাই, ২০২০

সারকথা

**ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
'প্রেমফল' পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—১৯।১৫১-১৬৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—কাহাকে দান করিতে হইবে?

উঃ— যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান করিতে হয়, তবে গুরুবৈষ্ণবকেই দান করা কর্ত্তব্য। All credit is due to the Godloving people only. যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে না, সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে হইবে না এবং তাহাকে কিছু দেওয়াও উচিত নয়।

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার কিরূপ?

উঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার এই যে, বস্তুগুলি আমার ভোগের জন্য নয়, কিন্তু যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সেবার জন্য। সকল চেতন ও অচেতন বস্তু সবই কৃষ্ণেরই সেবার জন্য। সুতরাং All our activities should tend to his unalloyed service. ''হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।'' All our services must target to Him only. আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করাই দরকার। All are servitors of Krishna. Therefore we shall not deprive them of their service. Let all of them offer their services to Krishna. তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হউক। যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্য ব্যবহার করি, তবেই অসুবিধা হইল। অচেতন পদার্থগুলি যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা উহাদের সদ্ব্যবহার হইল; আর জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইলেই উহার অসদ্ব্যবহার হইল। Our senses should be directed to His service. All objects are really and essentially properties of Godhead. These are never meant for the enjoyment of conditioned people. It is wrong & misguided to think that the things are created for us. Nothing is for our sensuous enjoyment. Every thing should be properly adjusted for the service of Godhead.

ইহ জগতে যত রকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে। এই যে কতকগুলি বাঁশ দেখ্ছেন, ইহার দ্বারা যদি হরিকথা-শ্রবণের স্থান করা যায়, তবেই এগুলির সদ্ব্যবহার হ'বে। শ্রীহরিমন্দির ও হরিভক্তের সেবার জন্যই আমরা এসব দ্রব্য ব্যবহার করি। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্য—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য A true devotee does not do anything for his sensuous enjoyment. শুদ্ধভক্ত নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোন কাজ করেন না, কিন্তু Absolute এর জন্যই সকল করেন। He is always true to the service of the Supreme Lord.

প্রঃ—কে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে?

উঃ—যাঁহারা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অকপট আনুগত্য করিবেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা পাইবেন—তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবেন।

প্রঃ—কাহার সেবা করা কর্ত্তব্য?

উঃ—গুরু ও ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। Absolute Person এর সঙ্গে যাঁহার adjustment হ'য়েছে, তিনি গুরুকে ঈশ্বররূপে, দেবতারূপে দেখ্ছেন। গুরু সেবক্-ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ। এজন্য গুরু—ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম। 'গুরু পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ''॥ যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুরই সেবা করা দরকার। গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করাও আবশ্যক ও মঙ্গলকর। তবে ভগবদ্ভক্ত ব'লে ভূয়ো লোকের সেবা কর্‌লে কোন লাভ হ'বে না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই বল্‌ছি—গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই কর্‌তে হ'বে, শুদ্ধ-ভক্তের সেবা কর্‌লেই মঙ্গল হ'বে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হয়ে যায়, তবে তারজন্য শ্রম স্বীকার কর্‌তে হ'বে না, তা'র সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কারণ অভক্তের সেবা কর্‌লেই অমঙ্গল হ'বে। ভগবদ্ভক্তেরই আনুগত্য ও সেবা করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কর্‌তে হ'বে। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। বিশ্রম্ভেণ অর্থে—দৃঢ় বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণব-সেবা কর্‌লে মঙ্গল হ'বেই হ'বে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেনই। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি কর্‌তে নাই। গুরু নির্দ্দোষ সুতরাং তাঁহার দোষ দেখ্‌তে নাই।

সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। এজন্য সময় (আয়ুঃ) থাক্‌তে থাক্‌তে সাধুসঙ্গে হরিভজনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা দরকার।

(ক্রমশঃ)

ভগবানের ভজন করতে গেলে সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান ঃ- শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ (লন্ডন), তাং-৬/২/২০১৩

শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করে আজ আমরা বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে ভগবানের কথা প্রসঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চেষ্টা করছি। ভগবান কে? তিনি স্বয়ং সর্বশক্তি সমন্বিত হয়ে আছেন সেজন্য ভগবদ্ নামে, ভগবদ্ কামে, ভগবদ্ ধামে ও ভগবদ্ ঐশ্বর্য্যে চিত্ত নিবেশিত করতে হবে। সেই ভগবানকে আমরা আরাধনা করি যিনি শ্রীগৌরসুন্দর রূপে এসেছিলেন এবং শ্রীগৌর সুন্দররূপে এসে তিনি স্বয়ং ভগবানের বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচার করেছেন। স্বয়ং ভগবান ভগবত্তা শক্তিতে পূর্ণ, অন্যান্য অবতারগণকে ভগবত্তা শক্তি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে ধার নিতে হয়। সেজন্য মৎস্য, বরাহ, কূর্ম আদি যে অবতারাবলী দেখা যায় সেসব অবতারাবলী পূর্ণ ভগবানের অংশাংশ বা কলা বিশেষ। আমরা যখনই ভগবানের কথা উচ্চারণ করব বা বলব বা শুনব তখন জানতে হবে সেগুলো স্বরূপগত বা স্বরূপশক্তি সমন্বিত পূর্ণ ভগবান আর অংশ বা কলা বিকলা যারা তাঁরা ভগবান বটে কিন্তু স্বয়ং ভগবান নয়। সেজন্য আমরা মহাপ্রভুর দয়াতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা সব শুনছি বা বলছি বা জানছি। এসমস্ত জানতে গেলে সময় ধৈর্য্য স্থৈর্য্য এসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। ভগবান স্বরূপের সবসময় না থাকতে পারার দরুণ জগতে যারা ভগবানের বিরহে দুঃখী বা ভগবানের অদর্শনজনিত ব্যথায় যারা দুঃখী তাদের দুঃখ নিরসনের জন্য মহাপ্রভু নিজে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের ভক্তসঙ্গ দান করেছেন হরিকীর্তনের মাধ্যমে। এই হরিকীর্তনই হচ্ছে সর্বরসের সার, সর্ব রসে পূর্ণতম। পূর্ণতর হচ্ছে পরমাত্মা অংশাংশ বিশেষ আর পূর্ণতম হচ্ছে স্বয়ং ভগবান আর তাঁর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিবর্তিত হয়ে যান। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—কত বড় কথা শাস্ত্রে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। সর্ব শাস্ত্রকে মন্থন করে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একথা বলে গেছে।

''কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণসনে ॥''

(ভঃ গীঃ সংগ্রহ)

'স্বয়ং ভগবান' কথাটা সব জায়গায় দেখা যায়, এই word টা খুব important । কৃষ্ণ কে? স্বয়ংরূপ ভগবানের যারা উপাসনা করেন তারা গৌরের মনোভীষ্টকে আবির্ভাব করাবার জন্য হৃদয়ে স্থান করেছেন। জগত জীবের দুঃখ ক্রমশঃ বেড়ে চলছে, কেন?—তারা ভগবদ্ ভজনের কৌশল জানে না।

জীবগণ হচ্ছে বিভিন্নাংশ তাই জীবের ভূমিকা যা তাতে কৃষ্ণরসের আস্বাদন হয় না। তাই কৃষ্ণরস আস্বাদন করতে গেলে সর্বশক্তি সমন্বিত যে অবতার সে অবতারাবলীর অনুশীলন করবার দরকার আছে। ভক্তি এমন একটা জিনিস যে—

''ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল''।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৯২)

যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৮৭)

শুনলে কি হয়? জীবের সম্পূর্ণ ভগবত্তা শক্তির জ্ঞানটা হয়। ''কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার''। যত আমরা জ্ঞানের অনুশীলন করি না কেন? ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকাশ পাই আমরা ভগবানের কৃপায়। ব্রহ্ম মানে ভগবানের দূরাগত প্রতীতি। গ্রামকে দিগন্তে কালো রেখার মত দেখায় কিন্তু গ্রামের নিকটে গেলে সবকিছু দেখা যায় মানে সব গাছপালা সমন্বিত নদনদী সহ দেখা যায়। আর শ্রীগৌরসুন্দরকে যারা বিশ্বাস করেন বা পূজা করেন বা আরাধনা করেন, প্রেমের সূত্রে যারা বদ্ধ হয়েছেন তারা এইরকম দেখেন। দূরাগত প্রতীতি হচ্ছেন ব্রহ্ম আর পরমাত্মা আংশিক প্রকাশ বিশেষ আর পরিপূর্ণতত্ত্ব প্রকাশ কৃষ্ণ। ভগবান সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, পরমাত্মা সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ কৃষ্ণ স্বরূপশক্তি সম্বন্ধে জানার দরকার আছে। জগতে আমরা যা কিছু নিয়ে আছি সব অনিত্য মানে নিত্যকাল থাকবে না কিন্তু

আমরা এমন একটা আনন্দ চাই যা নিত্যকাল থাকে। নিত্যকালের আনন্দের যাদের প্রয়োজন হবে তারা নিত্যপ্রেমময় প্রভু যে শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁর অনুগত হয়ে চলার চেষ্টা করবেন। যারা এইকথাগুলো ধরতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং চিত্তে আলোচনা করতে পারেন 'স্বতঃ এব স্বতসিদ্ধ' যে ভগবান তাঁকে জানতে পারেন। ভগবানকে জানাটা একটা বড় কথা নয় কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সেবালাভ করাটাই বড় কথা । আজ আমরা স্ব স্ব জন্মস্থান থেকে বিভিন্ন দূরে এসে বা এখানে জন্ম নিয়ে যে সমস্ত জিনিসগুলো জানছি সেগুলো থেকে ভক্তির ধারে কাছে যায় না। ভক্তি জানলেও ভক্তি করা যায় না **কিন্তু ভক্তি করা যায় তখন যখন জীব প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের সম্বন্ধে জানতে পারে এবং প্রকৃষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে।** সেজন্য জীবগণ ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হ'ন ভক্তের দ্বারা, হয়ে তারা আকুল প্রাণে ভগবানকে ডেকে অনুসন্ধান করেন। **ভগবানকে ভজন করা, ভগবানের সম্বন্ধ স্বীকার করা এবং ভগবানের সম্বন্ধে কিছু চর্চা করা এসব জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে আছেই যেহেতু জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ** এবং এর সচ্চিদানন্দ সত্ত্বায় অংশের অংশ অংশে মিলন হয়। অংশাংশের অংশের সঙ্গে মিলন যেরকম ভগবানের সঙ্গে হয় সেইভাবে করা উচিত। আমরা জগতে বেশীদিন থাকব না বলে এসব কথারস শুনে কাজে নেমে পড়া উচিত। যদি আমরা সেটা বুঝতে না শিখি তাহলে বেকার জীবনটা চলে গেল, মনুষ্য জীবন এত সুন্দর দেহ, সুন্দর মন, সুন্দর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রথিত যে তারা সবসময় ভগবানকে অনুশীলন করতে পারবে, সেজন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলছেন যে—''কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে। জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণসনে।'' আমরা জগতের সুলব্ধ হানি লাভ সমানে ভোগ করে চলেছি একটার পর একটা কিন্তু তাতে আমাদের কখনো মতির উদয় হয় না, কেন?—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০)

এগুলো একটা কথার কথা নয়, সৎ সিদ্ধান্ত। 'মতির্ন কৃষ্ণে'—আমাদের মতিই নাই ভগবানে, যদি থাকে কার্যকারণসূত্রে ঠাকুরকে ডেকে ফেলি ভুলে সেও ভাস্বর তাও ভগবদ্ ভজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সম্বন্ধ স্বীকার করে ভগবানের সেবা করলে তবে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। সেজন্য শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী বললেন—

''যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ—৫।১৩১-১৩২)

সিদ্ধান্ত জানলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত জানলেই যে সিদ্ধান্তের প্রভুকে পাব এমন কথা নয়, সে সম্বন্ধের বস্তুকে আমরা ভালোবাসার পাত্র করতে পারলে তখন কিছু হয়। সম্বন্ধের বস্তুকে জানতে পারলে তখন আনন্দের প্লাবন খুলে যায়। কৃষ্ণ কে? না,—কৃষ্ণ আমাদের জীবের প্রভু, ত্রাতা সম্বন্ধসূত্রে জানতে হবে এবং সম্বন্ধের বস্তুকে সকলেই ভালোবাসে। আমার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন দেশবাসী স্বদেশবাসী এ সমস্তের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে আমরা তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে চাই কিন্তু ভগবানের এদেশ সেদেশ নয়, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ দেশ থেকে নয়, আমরা ভগবানকে দেহ সম্বন্ধে ভালাবাসার জন্য পেতে চাই, তা হয় না সেজন্য ভগবানের সম্বন্ধে জানতে গেলে একমাত্র শাস্ত্র সিদ্ধান্ত মতের দ্বারা জানতে হবে, ''শ্রুতি শাস্ত্র সার, শ্রুতি বাতনীত'' ভাগবতে এসব কথা আছে। কান দ্বারা ভগবানের কথা শুনতে শুনতে ভগবানকে অনুভব করতে পারা যায়। অনুভব বেদ্য পুরুষ ভগবানকে আর কোনভাবে পাওয়া যায় না। ভগবান তিনভাবে প্রকাশিত হ'ন ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানরূপে। ''ভগবানের ভগবত্তার সার কি? ''ভগবানের ভগবত্তার সার, ব্রজে কৈল পরচার।'' মহাপ্রভুর ভজন করলে কি লাভ হয়?

''হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥''

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু একই জায়গায় জন্মেছিলেন। শ্রী মহাপ্রভু যখন শ্রী কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত হয়ে ভগবানকে অন্বেষণ করার জন্য ছুটলেন, শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু আর থাকতে পারলেন না তিনিও সন্ন্যাস নিয়ে কাশীতে গিয়ে পড়ে থাকলেন ভগবদ্ অনুশীলন

করবার জন্য। যখন ঘুরে ঘুরে তাঁর মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে দর্শন হলো তখন তিনি স্পর্শ বা প্রণাম করতে করতে বলছেন যে হে ঠাকুর! চিত্তের বিক্ষেপে আমি তোমাকে ছেড়েছি। তুমি সন্ন্যাস নিয়ে চললে আমিও থাকতে পারলাম না কিন্তু বুঝে সুঝে দেখলাম তোমার দয়ার কাছে জগতের দয়ার কোন মূল্য নাই। সেজন্য বললেন, 'হেলোদ্ধূনিত খেদয়া'—যার দয়া হলে সমস্ত প্রকার খেদ, চিত্তের অবসাদ চলে যায়। ভগবানকে অনুশীলনের বস্তু করতে গেলে ভগবানের সম্বন্ধটা ফিরে পেতে হবে। ভগবানের সম্বন্ধটা কি? 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান'—শাস্ত্রের দ্বারা আমরা এই সম্বন্ধ জ্ঞানের কথাটা জানতে পারি। আমাদের প্রভু আছেন অন্য, আমরা কৃষ্ণকে আমার 'প্রভু' করতে পারি না এটা আমাদের Misfortune, এটা দুঃখের কারণ, সেজন্য—

''সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১২০)

—এই কথাগুলো সিদ্ধান্তগত ব্যাপারে বার বার শুনে শুনে স্থির হতে হবে।

আমাদের জীবনের মৃত্যু সন্নিধানে এসে যখন পড়ব তখন আর কিছু করা যাবে না। যদ্দিন আমরা বেঁচে আছি যদ্দিন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস যায় মহাপ্রভু বললেন—

''যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥''

এটাই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়। ''নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্বতো স্যাৎ''—ভগবানকে ভজন করতে হবে নিঃশ্রেয়সায় সম্বন্ধ স্বীকার করে। সাধু শাস্ত্র কৃপায় এই সম্বন্ধ জ্ঞানটা পাওয়া যায়, সম্বন্ধ জ্ঞান হলেই ভক্তি হবে এমন কোন কথা নাই। সম্বন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সেবা করতে করতে ভগবানের সান্নিকট্য লাভ হয় এবং তাঁর অনুভবের দ্বারা নিত্য বদ্ধ দশা কেটে যায়।

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ॥
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

(চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৮।১০)

ভগবানের দয়া না হলে কেউ ভগবানের ভজন করতে পারে না সেইজন্য সাধুমূর্ত্তিতে ভগবান যে আবির্ভূত থাকেন সেই ভগবানের অনুশীলন করবার দরকার আছে। আমরা দুঃখী কারণ ভগবানের স্মরণ হয় না ব'লে, এই দুঃখীর দুঃখটা চলে যায় কখন? ভক্তিলাভ করলে তখন দুঃখটা চলে যায়, এছাড়া কোনভাবে যায় না। ভগবানের ভজন করতে গেলে সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। ভগবদ্ অনুরাগী পুরুষের ভগবদ্ অনুরাগ নিয়ে তাঁদের কৃপায় ভগবদ্ ভক্তি লাভ করে ভগবদ্ ভজন স্থিরীকৃত হয়। স্থিরীকৃত হয় মানে ভগবদ্ ভজন কি? শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তার প্রাপ্তির সহায়। শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রিয়কে লোক লাভ করে কিভাবে? প্রিয়ের কথা শুনে প্রিয়ের কথা বোলে, প্রিয়তা মিশ্রিত হয়ে চিত্তটাকে রমন করাতে হয় ভগবানের নামে রূপে গুনে লীলায় ও তাঁর পরিকর বৈশিষ্ট্যে। এ কথাটা আপনারা শুনতে অভ্যস্ত নয় বলে বারবার শুনে সত্য বস্তুতে দৃঢ়তা আনতে হয়, সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। ভক্তি সব ফল দিতে পারে—''ভক্তি পরেশানুভব, বিরক্তিরন্যত্র''। 'পরেশানুভব'—অর্থাৎ ভগবানের অনুভব মানে পর এবং অপর বস্তুর যিনি মালিক তিনিই হচ্ছেন পরেশ অর্থাৎ ভগবান। এই জিনিসটা কানে আসে অনেক দেরীতে আবার কানে আসলেও শ্রদ্ধামূল্যে যদি তার অনুশীলন করতে না পারে তাহলেও সব ভেস্তে গেল। সব ভাবে আমরা লাভবান হতে পারি যখন আমরা সাধুসঙ্গে বসে এসব কথার আলোচনা করি।

''যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে,
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে তো জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র'-তরঙ্গ ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

নামরূপে কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার একটা starting point. আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না সত্য কিন্তু নাম গ্রহণকারী, ঐকান্তিক নামাশ্রয় গ্রহণকারী সাধু যারা—তাদের সান্নিধ্যে গেলে নাম দিয়ে আপনাকে ভগবানের ভজন শিক্ষা করায়। সেইজন্য নামরূপ, নামগ্রহণ তো বিরাট ভাগ্যের কথা। এখন আমাদের সঙ্গে আসলে আপনারা যারা এখনও হরিনাম নেন নাই বা না নিলেও নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কেমন করে ভবসাগর পেরিয়ে যাওয়া যায়। মহাপ্রভু বলছেন যে নামের মতো এমন উন্নত মার্গ আর নাই।

''সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।

লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ (ভাঃ ১২।৪।৪০)

আমাদের এই দুঃখ জলধি কি করে যাবে—ভগবানের কথা শুনতে শুনতে নিঃশ্রেয়সায় মঙ্গলের রাস্তাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, ভগবানের নাম করতে করতে ভগবানকে ভজন করতে করতে এই দুঃখ জলধি পার হওয়া যাবে। যদি আমরা নাম না করি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করি তাহলে কি হবে? না—হবে না, কারণ—

''কলিযুগে 'ধর্ম' হয় 'হরি-সংকীর্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥''

(চৈ. ভা. আ. ২।২২)

শচীনন্দন এটা শিক্ষা দেবার জন্যই কলিযুগে নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই নামরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলিযুগে নামাচার্য্য হরিদাস আদির দ্বারা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দ্বারা প্রচার করে রেখে গেছেন। কিন্তু তাতে বিশ্বাস উদয় করাবে কে? আমরা লন্ডনে থাকি বেশ আছি মনে করি। খাওয়া দাওয়া Physical Comfort এগুলো নিয়েই আমরা থাকতে ভালোবাসি কিন্তু এগুলো সব মরণের দিকে নিয়ে যায় জীবকে দেহাত্ম অভিনিবেশ করায়। আত্মারূপে সর্বশক্তি সমন্বিত যে শক্তি সকলের মধ্যে আছেন সে শক্তির অনুশীলন থেকে দূরে নিয়ে যায় সেজন্য আত্মার অনুশীলন থেকেই কেবল জীব ভক্তির দিকে যেতে পারে। 'আত্মা' বলতে তো সব শরীরকে বুঝায়, মনকে বুঝায়, ধৈর্য্য কে বুঝায় কিন্তু 'আত্ম' শব্দে প্রকৃত অর্থে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণশক্তিকে বোঝায়। 'আত্মা' ভগবানের অংশ বিভিন্নাংশ এ আত্মাই হচ্ছে জীব সত্বায় মালিক সব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের। কিন্তু এসব পেয়েও আমরা যদি ঠিক উপযোগীতা না নিয়ে চলি তাহলে ভগবানের অনুভব করতে বিলম্ব হবে আর ভগবদ্ সাক্ষাৎকার হবে তখনই, যখনই ভগবদ্ ভক্তসঙ্গে বসে আমরা কীর্তন করি, কীর্তন মানে সুকীর্তন। এসব করলে তবে আমরা জড়জগত থেকে পার হতে পারি। কথা তো অনেক আছে কিন্তু কথা শুনে জীবন গঠন করাটাই হচ্ছে ভাগ্যের কথা। এসব কথা আমরা শুনতেও পাই কমবেশী বলতেও পারি কমবেশী কিন্তু তার দ্বারা যদি ভগবানের ইচ্ছার অধীন না হয়ে করা যায় সব সময় তাহলে ফল ফলে না। কৃষ্ণ নাম কোথায় না হয় হাটেবাজারে গ্রামে গঞ্জে—সব জায়গায় কৃষ্ণনাম হয় কিন্তু সেই কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে আনতে পারে না।

''ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥''

—(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১৭)

'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা' মানে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে আনতে পারে এবং তাঁর সাধন করলে ক্লেশঘ্নী অর্থাৎ ক্লেশ চলে যায়, ''শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা''—মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব তুচ্ছ হয়ে যায়, 'সান্দ্রানন্দ' মানে গভীর আনন্দ লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না। সুন্দরভাবে গাইতে শিখলে ভগবান তার কাছে বশীভূত হয়ে যান, এ হলো ভগবানের ভগবত্তার বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভু সরল করে বললেন—

''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥''

এই কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হলে তখন কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়। আমরা 'কোথায় কৃষ্ণ' 'কোথায় কৃষ্ণ' বলি ছটফট করি, কিন্তু কৃষ্ণের মধুর নামাবলী আছে সেগুলো অবতাররূপে এসেছে সেগুলো গুরুবৈষ্ণবের মুখে উচ্চারিত হলে তার শক্তিটা বাড়ে তখন সেইসব জীব ভগবানের কাছে যেতে পারে।

'জগতের জীব সব মোহে অন্ধ',—অন্ধ কখনো দেখতে পায় না। সেইজন্য মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে। এই মোহ থেকে মুক্তিলাভ হলে তবে এই সংসার থেকে আমরা কিছু সুবিধা নিতে পারি। **জগতে আমরা বেশীদিন থাকব না কিন্তু যে ক'দিন থাকি না কেন সত্যবস্তুর সন্ধান করতে যদি উঠে পড়ে লেগে পড়তে পারি যার দ্বারাই সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের মধ্যে পঞ্চম পুরুষার্থ শিরোমণি হলো কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভক্তি লাভ।** আপনারা যে যেখানে থাকুন না কেন, ঘরে থাকুন, বনে থাকুন কি কর্মরত থাকুন সবসময় মনে রাখতে হবে কলিযুগে 'ধর্ম' হয় হরি সংকীর্ত্তন এবং এতদ্ অর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন। শ্রীশচীনন্দনের প্রদর্শিত রাস্তাটাই বলিষ্ঠ রাস্তা। ভগবানকে ধরা মানে কি? ভগবদ্ অনুশীলন করতে গিয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ, ভগবানের যাত্রা মহোৎসবাদি সংঘটন এবং ভগবানের যাত্রামহোৎসবাদিতে অংশগ্রহণ। যা কিছু সব ভগবানের এই রকম দর্শন নিয়ে চলতে শিখলে তখনই শুধু মায়ার বন্ধন কেটে ভগবানের সম্বন্ধ লাভ হয়। ❑

ভজন বিনা গতি নাই

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—নিরিশাগ্রাম, বীরভূম, তাং-২৪-১-২০১৯

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান বীরভূম, সেই বীরভূম অঞ্চলে নিরিশা গ্রামে ও গ্রামবাসী ভক্তগণের সম্মুখে আজ কিছু আত্মমঙ্গলের কথা, কৃষ্ণকথা পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আমরা অমৃতের পুত্র, আনন্দময়ের সন্তান তথাপি এই সংসারে এসে কেন দুঃখ পাই? আমাদের প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভয় তাড়া করে কেন? পুণঃ পুণঃ মৃত্যুভয়, অর্থনাশের ভয় আরো কত ভয়, ত্রিতাপ জ্বালায় কষ্ট পেতে হয় কেন? ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হতে হতে এমন অনেক সময় আসে যে আমাদের জীবন ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়। এসকল প্রশ্নের সম্মিলিত উত্তর এবং নির্যাসরূপে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করছেন যে,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

এর কারণ হচ্ছে, জন্মের অনাদিকাল পূর্বে আমরা যখন মায়িক সংসারে এসেছি তার পূর্বে একটা ভুল করেছি। সেই ভুলের জন্য আমরা সংসারে এসে ক্লেশ পাচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবত উল্লেখ করেছেন, সেই ভুলটা কি? না, আমরা প্রথম বস্তু পরমতত্ত্ব, প্রিয়তত্ত্ব, জীবনের একমাত্র প্রীত্যাস্পদ বস্তু যে ভগবান তাকে বাদ দিয়েছি জীবন থেকে, তাঁকে ভুলে দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ করেছি ফলস্বরূপ ভয়, দুঃখ, ক্লেশের আগমন। ভগবানকে ছাড়া ভগবানকে বাদ দিয়ে যা কিছু আমার ভোগের বস্তু সবই দুঃখের কারণ। সেই ভগবান কিরকম বস্তু? ভগবানের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে শাস্ত্রকারণগণ বলেছেন, বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা সমস্ত গ্রন্থকে পড়ে যদি তার নির্যাস বের করা যায় তাহলে দেখা যায়, ভগবদ্ তত্ত্ব হচ্ছে পরমানন্দ স্বরূপ। ভগবান তিনি সচ্চিদানন্দ। সৎ—সত্য, চিদ্—চিন্ময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দ অর্থাৎ পরমানন্দময়। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপক এসকল কথা ঠারেঠোরে শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন করা হয়েছে। ঐসকল ভগবদ্ তত্ত্বের যে মূলকথা তা হলো আনন্দময়। আনন্দময় ভগবানকে বাদ দিয়ে তাঁকে ভুলে গিয়ে, তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়ে কেউ আনন্দের চর্চা করতে পারেন এটা চিন্তা করাও ভুল। পরমানন্দঘনতত্ত্বকে বাদ দিয়ে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কতকগুলো এলোমেলো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, ভালোবাসছি। কর্মমার্গে এসে আমরা শরীর এবং শরীর সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলো স্ত্রী-পুত্র ছেলেমেয়ে নাতি এদেরকে নিয়ে একটা সংসার আর এই সংসার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এইসব দ্বিতীয় বস্তু নিয়ে চর্চা করছি। আপাতভাবে সেটা মনে হচ্ছে খুব আনন্দের চর্চা। সাময়িক কিছু আনন্দ পাচ্ছি বটে কিন্তু বাস্তবিক এটা প্রকৃত আনন্দের চর্চা নয়—এটা দুঃখের আহ্বান।

শাস্ত্র বলছেন, আমাদের শরীরটা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে তৈরী। এই শরীরটাকে নিয়ে যতই ভালোবাসা যাক, যতই চর্চা করা যাক এ শরীরটা একদিন আমাকে দুঃখ দেবেই, এ শরীরে ব্যাধি আসবেই এবং পরিণামে নষ্ট হবেই। এই যে একটা সুন্দর বাড়ী তৈরী করলাম, বিবাহ করলাম, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে মজে গেলাম, তাদের খাওয়ানো পড়ানো, চাকরি করে টাকা উপার্জন করে তাদের ভোগে লাগালাম, পাঞ্চভৌতিক শরীরের জন্য এসব করা কর্মমার্গ বা ভোগ মার্গ। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥"

(ভা. ১১।১৯।১৮)

যদি আপনি অধিক পূণ্য করে দান, ব্রত আদি দ্বারা বিরিঞ্চিপদ পান অর্থাৎ ব্রহ্মার পদবি পর্য্যন্ত পান তাও দুঃখের পর দুঃখ আপনাকে পেতে হবে। কারণ ব্রহ্মাও

শান্তিতে থাকেন না, তাঁরও একটা দিনের হিসেব রয়েছে আয়ু রয়েছে। আয়ু শেষে ব্রহ্মার মৃত্যু, ব্রহ্মান্ডের নাশ প্রলয় হবে তখন তিনিও আপনাদের আমাদের মতো ভীত দুঃখিত। কর্ম্মের পরিণাম শুধু দুঃখ নয়, দুঃখের পর দুঃখ।

'দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং'। (ভাঃ ৭।৯।১৭)

—শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন আমরা একটা দুঃখকে সরাতে যাই তো আরেকটা দুঃখ এসে হাজির হয়ে যায়। আমার ব্যাধি হলো চিকিৎসা করাতে গেলাম, শেষে দেখা গেল হাসপাতাল থেকে প্রচুর টাকার bill এলো, তখন জমি বিক্রি করতে হলো, স্ত্রীর গয়না বন্ধক রাখতে হলো। একটা দুঃখের হাল করতে গিয়ে আর একটা দুঃখ এসে উপস্থিত হলো। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক সংসারে পড়ে কর্মচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে, তারা সবাই কি আনন্দ পাচ্ছে, তারা কি সব মিথ্যা বোকা?

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন,—এই যে গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ দৌড়াচ্ছে একটা সুখের পিছনে দৌড়াচ্ছে সেটা দুঃখ মিশ্রিত সুখ, সেটা অনিত্য, temporary। সেই সুখটা আসে লোভ দেখিয়ে চলে যায় আবার পেছন থেকে দুঃখকে পাঠিয়ে দেয়, শুধু একটা দুঃখকে পাঠায় না, দু'চারটে দুঃখ পেছনে লাইন দিয়ে থাকে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ সাধারণ একটু শরীরের সুখ, খাওয়ার সুখ, থাকার সুখ একটু কাম ভোগ করবার সুখ নিয়ে দৌড়চ্ছে, অথচ পরিনামে সে দুঃখ পাচ্ছে। কর্মচক্রে পড়ে আমরা উচ্চনীচ যোনি ভ্রমণ করছি। দুঃখ ক্লেশ পাচ্ছি পুনঃ পুনঃ জন্ম পুনঃ পুনঃ মৃত্যু এই নিয়ে আমাদের সংসার চলছে। মরুভূমিতে মরীচিকার মতো একটা সুখের আভাস দেখিয়ে আমাদের লুব্ধ করা হচ্ছে তারপর আবার টেনে নেওয়া হচ্ছে—সারাজীবন একটা যেন দৌড় করানো হচ্ছে। কিন্তু এর থেকে উদ্ধারের উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন কারণ আমরা আনন্দময়কে বাদ দিয়ে আনন্দ করার প্রয়াস করছি, একটা বিরাট বিপদকে ডেকেছি। এখন নিদান কি? নিদান হচ্ছে সেই আনন্দময়ের কাছে ফিরে যাওয়া। Back to Home and back to god is the only message of gaudiya Mission.

আপনারা যারা এখানে এসেছেন কেউ কেউ তিলক পড়েছেন? হরিনাম করছেন? এটাই ফিরে যাওয়ার পথ। আপনারা দেবদেবীর পূজো নিয়ে নাচছেন, উৎসব করছেন কিন্তু একটু ভেবে দেখবেন দেবদেবীর পূজোর পিছনে নিজের আনন্দ ও তুষ্টি রয়েছে। যেমন দূর্গাপূজায় নতুন কাপড় জুতো পরবেন পূজোর নাম করে হোটেল রেষ্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করবেন; এর নাম পূজো? যদি আপনার সুখটাই আগে থাকে তাহলে মা কে আর কি পূজো করবেন? মাকে যদি শুদ্ধভাবে ডাকতে না পারেন, মায়ের সুখের দিকে লক্ষ্য না করেন, মায়ের জন্য যদি দু'ফোঁটা চোখের জল না পড়ে; শুধু প্যান্ডেলের কারুকার্য দেখে ফিরে আসেন তাহলে পূজো করে জীবনে কি লাভ হলো? এটা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। 'মা' হলেন শক্তি আর 'কৃষ্ণ' স্বয়ং শক্তিমান তত্ত্ব, সেই শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শক্তির পূজো করলে কোন জায়গায় ভুল হয়ে যাবে অসুবিধায় পড়ে যাবেন। জন্ম জন্ম এই মায়ার কারাগারে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে কেউ হরিনাম করলে তাকে নিন্দা করা হয় অথচ দেখুন, আপনার বাড়ীর কেউ মারা গেলে আপনি নিজেই 'হরিবোল' বলতে বলতে সঙ্গে চলেন। আমাদের বিচার কেমন নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। একসময় সমাজ ব্যবস্থায় স্কুলে যাবার সময় ছেলেমেয়েরা মাতা পিতাকে প্রণাম করে স্কুলে যেত, সেটা এখন ধীরে ধীরে উঠে যেতে বসেছে। মাস্টার মশাই স্কুলে ছাত্রদের শেখাচ্ছেন কখনো—মিথ্যা বলবে না অথচ তিনি নিজে মিথ্যা বলছেন। ভারতবর্ষের মুনিঋষিগণ শিক্ষার জন্য গুরুকুলের প্রচলন করেছিলেন। যেখানে ছাত্ররা শিশুকাল থেকেই বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি সকালে উঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, গুরুমায়ের আদেশে জঙ্গল থেকে রান্নার জন্য কাঠ কুড়িয়ে আনা, ভগবানের আরতি স্তোত্র পাঠ, গুরুজনকে প্রণাম সম্মান করা শিখতো কিন্তু আমরা সে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছি তার আদর করি নাই। সমাজের কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা যদি বলে থাকেন যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি করবেন তাহলে গীতা, ভাগবত আদি শাস্ত্র, ভারতবর্ষের মুনি ঋষিগণ সব মিথ্যা হয়ে যায়। তাই এটা মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়াই দুঃখের কারণ। ঈশ্বরের কাছে ফিরে চলুন, সংসারের সব কর্তব্যের মধ্যে ঈশ্বরের ভজনকে include করুন যে আমরা সকালে উঠে ঈশ্বরকে প্রণাম করবো। সব কাজের মধ্যে তাঁকে স্মরণ করব। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মুনি ঋষিরা সব কিছুতেই

আধ্যাত্মিকতাকে ঢুকিয়েছেন। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন যে চাষ শুরু করলে একটা পূজো করতে হয়, বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করলে একটা পূজো করতে হয়, ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন করলে পূজো করতে হয় এরকম। কেন, ঐ সকল সাংসারিক কাজের মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সঙ্গে নিয়ে করা। আপনারা যত ইচ্ছা শূণ্য যোগ করেন কিন্তু সামনে যদি 'এক' (১) না বসান তাহলে সব শূণ্যই শূণ্য আর যদি 'এক (১)' বসান তাহলে যত শূণ্য বসাবেন ততোই সংখ্যা বাড়বে। আমাদের শাস্ত্র বলছেন ভগবান এক নম্বর (১নং) আর বাকী সব দুই নম্বর। মায়ার দ্বারা সৃজিত গাছপালা বাড়ী গাড়ী পশু পক্ষী কাপড় গহনা সব নষ্ট হয়ে যায়। ঈশ্বর তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্বশক্তিমান তাকে বাদ দিয়ে কিছু করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ভগবানকে ভুলে যাওয়ার পর একটা বিপর্যয় এসেছে আমাদের—সেটা হলো অস্মৃতি মানে আমি এবং আমার। আপনি আপনার পরিবারকে পালন করছেন রক্ষা করছেন। পারবেন কি অন্যের জন্য করতে, পারবেন না। আপনার মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ক্ষতি করবার চিন্তা এগুলো হৃদয়ের dustbin-এ নোংরা হয়ে জমা রয়েছে। এগুলো যদি উঠিয়ে ফেলে দিতে না পারেন তাহলে বাইরে যত সাজগোজ করেন, এ মূর্খতা। ভাগবত বলছেন 'ভোক্তাহহং, সোহহং' এগুলোকে বাদ দিয়ে আমি 'কৃষ্ণের সন্তান' আমি 'কৃষ্ণের দাস' এই অভিমানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন দেখবেন কত আনন্দ। এই যে আমি এবং আমার নিয়ে সংসার কারাগার এর থেকে বেরিয়ে সকলের মধ্যে যদি কৃষ্ণকে দেখতে না পারেন, সবাইকে কৃষ্ণদাস বলে ভাবতে না পারেন তাহলে শান্তি পাবেন না। বৈষ্ণব ধর্ম কত সুন্দর তা আপনার বুঝতে পারেন না তাই তিলক মালা দেখলে টিটকিরি করেন।

'এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি'। কখনো যদি আপনাদের এই বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করবার ভাগ্য হয় তাহলে বুঝতে পারবেন, সকলকে ভালোবাসতে পারবেন। এ সংসারে রূপ, ধন, বিদ্যা, লাভের জন্য দেবদেবীর উপাসনা করা হয়। দেবদেবী সকলেই কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন তাই আপনারা যদি কৃষ্ণের উপাসনা করেন তাহলে সংসার পার হতে পারবেন। সেই তো আমাদের সকলের শেষ যাত্রাতেও একই মন্ত্র—''বল হরি হরিবোল।''

আজ সকালবেলা যখন আসছিলাম দেখলাম গ্রামের অনেক ভক্তগণ কেউ শাঁখ বাজাচ্ছেন কেউ বা ফুল ছড়াচ্ছেন কেউ কেউ আবার তিলক পরে এসেছেন সাধুদের আপ্যায়ণ করবার জন্য। আপনারা তো এরকম অনেক যাত্রায় সামিল হ'ন নাচতে নাচতে কখনো বা কাঁদতে কাঁদতে। বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলে নাচতে নাচতে procession করে যান। বাড়ীতে কেউ মারা গেল শ্মশান যাত্রী হন কিন্তু আজকের যাত্রাটা কি যাত্রা বলুন তো? আজকের যাত্রাটা ছিল সাধুর পেছনে পেছনে হরিনাম করতে করতে গোলকের পথের দিকে যাত্রা, চিরমুক্তির দিকে যাত্রা। সভার মধ্যে যারা বিদ্বান আছেন বুদ্ধিমান আছেন তারা এটা বুঝতে পারবেন এবং জীবনের প্রকৃত সারবস্তুকে খুঁজে পাবেন। যারা চতুর ব্যক্তি তারা এই সংসারের অসারত্ব বুঝে ক্লেশকে অনুভব করে সংসারের ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন,—'কেবলা ভক্তির' দ্বারা, 'শুদ্ধভক্তির' দ্বারা গুরুদেবাত্মা হয়ে সেই ঈশ্বরতত্ত্বকে আনন্দঘনতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দ ও পরমতত্ত্বকে সম্যগ্‌রূপে ভজন করো। শ্রীধরস্বামী শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করতে গিয়ে বলছেন 'হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি' অর্থাৎ হরি ব্যতীত পুণঃ পুণঃ মৃত্যু থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। দেবদেবী আপনাকে ধন, চাকরি, রূপ, যশ সংসার সুখ দিতে পারে কিন্তু শান্তির দিকে যাওয়ার, আনন্দের দিকে যাওয়ার, সংসারের ওপারে যাওয়া—হরি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারেন না।

আমরা গৌড়ীয় মিশনের সেবক সূত্রে এখানে এসেছি। আপনাদের কাছে প্রার্থনা করব এ সকল কথার সার বুঝে আপনারা হরিভজন করুন। আপনারা আমাদের কাছে আসুন, আমরা নবদ্বীপে দোল উৎসবে ডাকি, ধাম পরিক্রমায় ডাকি, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে ডাকি, চৈতন্য মেলায় ডাকি সেখানে আরো অনেক হরিকথা শুনবেন, সুন্দর সুন্দর কথার আলোচনা হবে। আপনাদের মনে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের প্রশ্ন করুন আমরা যথা সম্ভব শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ আপনাদের জিজ্ঞাসার নিরসন করার চেষ্টা করব। আপনারা সকলে হরিভজনে অগ্রসর হবেন—এই আমাদের আশা। ❑

একাদশদিবস ব্যাপী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জৈবধর্ম ক্লাসের মুখ্য মুখ্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

জৈবধর্ম (১ম অধ্যায় থেকে ১২ তম অধ্যায় পর্যন্ত)

বক্তা—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান আচার্য, গৌড়ীয় মিশন

তাং—২২।১২।১৯ হইতে ০১।১।২০ পর্যন্ত

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৬। প্রাকৃত বিজ্ঞান ও চিৎ বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি ? (পুরানো বই—১১৬-১১৭ পৃঃ)

উঃ) বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। কোন বস্তুর যথার্থ উপলব্ধিকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার। যথা—বিষয় বা প্রাকৃতবিজ্ঞান ও শুদ্ধ বা চিৎবিজ্ঞান।

১। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে প্রাকৃতবিজ্ঞান বলে এবং চিৎতত্ত্ব আশ্রয়ে যে জ্ঞান তা চিৎবিজ্ঞান।

২। জড়প্রবৃত্তি অনুসারে প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতিসাধিত হয় অপরদিকে চিৎপ্রবৃত্তি বা চিন্ময় অনুশীলনের দ্বারা চিৎবিজ্ঞান অনুভূত হয়।

৩। ধনুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা আদি প্রাকৃত বিজ্ঞান। ঈশ্বর, জীব ও মায়া পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান চিৎবিজ্ঞান।

৪। প্রাকৃত বিজ্ঞান দেহ, মন সম্বন্ধীয় এবং চিৎবিজ্ঞান আত্মসম্বন্ধীয়।

৫। বদ্ধদশার সষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং বৈষ্ণবদের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য চিৎবিজ্ঞান।

১৭। প্রাকৃত সভ্যতা ও বৈষ্ণব সদাচার এর মধ্যে পার্থক্য কি? (পুরানো বই—১১৪ পৃঃ)

উঃ) ১। সরলতা বিহীন যে ভদ্রতা তার নাম প্রাকৃত সভ্যতা এবং সত্যপথে সরল হৃদয়ে জীবন-যাপন করার নাম বৈষ্ণব সদাচার।

২। প্রাকৃত সভ্যতার অন্তরালে পাপাচার থাকতে পারে কিন্তু যখন সরলতা যুক্ত নিষ্পাপ ভাব তাহাই বৈষ্ণব সদাচার।

৩। প্রাকৃত সভ্যতায় লোকরঞ্জনের ও স্বার্থসিদ্ধির প্রাবল্য দেখা যায় এবং বৈষ্ণব সদাচারে কেবল জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া ও ভগবৎ তোষণের প্রাধান্য রয়েছে।

১৮। বৈষ্ণব কি শাক্ত—এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন ? (পুরাণো বই—১১৯ পৃঃ)

উঃ) বৈষ্ণবগণ হলেন প্রকৃত বা শুদ্ধশাক্ত। তাঁরা চিৎশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন। তাঁর আশ্রয়েই বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণভজন অর্থাৎ শক্তির আশ্রয়ে শক্তিমানের আরাধনা। সুতরাং বৈষ্ণবদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে? চিৎশক্তিকে আশ্রয় না করে মায়াশক্তিতে যাদের রতি অথচ শক্তিমানে আরাধনা শূন্য তারা বিদ্ধশাক্ত ও কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদপাঞ্চরাত্রে দুর্গাদেবী বলেছেন—'তব বক্ষসি রাধা অয়ং রাসে বৃন্দাবনে বনে'—অর্থাৎ বৃন্দাবনে আমি চিৎস্বরূপে অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষবিলাসিনী। দুর্গাদেবীর এই বাক্য থেকে জানা যায় যে, শক্তি দুই নন। একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিৎশক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি।

১৯। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস লিখুন? (পুরানো বই—১২৯ পৃঃ)

উঃ) সৃষ্টির আদিকাল হতে বৈষ্ণবধর্ম বিদ্যমান ছিল। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা ছিলেন বৈষ্ণব, তারপর মহাদেব, প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন। দৈত্যকূলে আমরা প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজকে পাই। ধ্রুব মহারাজও বৈষ্ণব ছিলেন। ইতিহাসে প্রারম্ভিক কালেও চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজাগণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি ও মুনিগণ ছিলেন। কলিযুগেও চার বৈষ্ণব আচার্য শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক ছিলেন যাঁদের প্রভাবে বহু মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করে বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছিলেন। এঁনাদের পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এসে বৈষ্ণবধর্মকে আরো প্রস্ফুটিত করে তুললেন। দীন-হীন পতিত সকলকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগ হয়ে ষড়গোস্বামী এবং তৎপরবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাধ্যমে ঐ বৈষ্ণব ধর্ম প্রবাহিত ছিল। এঁনাদের পরবর্ত্তী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ আদি গৌড়ীয় গুরুবর্গের ধারার প্রকট আচার্য পর্যন্ত সেই সনাতন বৈষ্ণব ধর্মকে প্রবাহিত করে চলেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরকথা সপ্তাহের চতুর্থ দিবস

বক্তাঃ— ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ

সংগ্রাহক ঃ- শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈর্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ।
বৈকুণ্ঠাদিপদং স্বয়ঞ্চ মিলিতং নো মে মনো লিপ্সতে
পাদাম্ভোজরজশ্ছটা যদি মনাক্, গৌরস্য নো রস্যতে ॥৬৫॥

(চৈ: চন্দ্রামৃতম্-৬৫)

আমাদের উপাস্যতত্ত্ব শ্রীগৌরহরি, শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ, তাঁর প্রতি আমাদের কিরূপ নিষ্ঠা থাকা উচিত তার দিগদর্শন দিয়েছেন এই শ্লোকে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—এই সংসার অগ্নিজ্বালার পিঞ্জর স্বরূপ। শাস্ত্রে নানা স্থানে নানাভাবে সংসারকে দাবাগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ সংসার ত্রিতাপ ভোগময়, জ্বালাময়, দুঃখময়। সংসাররূপ দুঃখ সমুদ্রের থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ কথা নয়। শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষয়ে বলছেন—

''তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপম্।
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্ ॥ (ভাঃ-১০।১৪।২২)

এই সংসার অনিত্য, স্বপ্নের মত অচিরস্থায়ী এবং অতীব দুঃখপ্রদ। এ সংসারে যে আশা আনন্দ আছে সেটা মিথ্যা ছায়া। ঈশ্বর একমাত্র আনন্দঘন তত্ত্ব, তাঁর থেকে আলাদা যে আনন্দ আমরা পেতে চাই তা মরীচিকাবৎ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমিক ভক্ত, যাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবকে হৃদয়ে অনুভব করেন, যাঁরা জানেন শ্রীচৈতন্যদেব কলিযুগের ত্রাতা, শুদ্ধভক্তির আলোক দান করে তিনি গোলোকে নিত্যসেবায় আমাদের স্থিত করবেন, যাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেছেন সেইরকম চৈতন্য অনুরাগী জন এই ঘোর সংসার জ্বালার অর্ন্তভাগে বাস করা কামনা করেন তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দুক ব্যক্তি যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রেমাবতার বলে জানেন না তার সঙ্গও প্রার্থনা করেন না।

আমরা কলিহত জীব স্বল্পমেধা, স্বল্পায়ু, পরশ্রীকাতর, কলহপ্রিয় —এত দোষ থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর করুনা যে তিনি কলিহত জীবের জন্য গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তনকে নিয়ে এলেন, নিজে ক্রন্দন করে করে আস্বাদন করলেন সকলকে বিলালেন। পাপী তাপী, এমনকি বিদ্যা ধন, কুল, শ্রী—যাদের ছিল না তাদেরকেও এই হরিনামে উদ্ধার করলেন। এইরকম এক প্রভুর পাদপদ্মের শুদ্ধপ্রেমের ছ'টা যদি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করে আর যদি বিনা ভজনে কেউ আমাদের বৈকুণ্ঠের পদ দান করেন সেটাও আমরা চাই না। মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর ভক্তগণের এক নিষ্ঠার প্রকাশ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন এই রকম গৌরাঙ্গের প্রতি যদি আমাদের নিষ্ঠা না জন্মায় তবে আমরা দুর্ভাগা।

শ্রীশ্রীগৌরকথা পঞ্চম দিবস

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরী
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভৃতাম্।
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতমভূ-
ন্নৃণাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো মম গতিঃ ॥১১০॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আদি মহাজনগণ শাস্ত্রে বর্ণন করেছেন। জগতের লোকেদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ছেয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ভগবানের অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করত না। নিজেদের ইন্দ্রিয় সুখপর কার্যে অর্থাৎ ভোগে লিপ্ত ছিল। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ নিরাকার স্বরূপের ধ্যান বা অনুশীলনে অনেকে মেতে থাকত। হরিসংকীর্ত্তন কি তা কেউ জানত না। বরং 'মঙ্গল চন্ডীর গীতে করে রাত্রি জাগরণ' এরূপ অবস্থা ছিল, কেননা, সেখানে মদ্য মাংস-এর ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চরমাবস্থা। কোন বিশেষ সুকৃতিশালী ব্যক্তি স্নানের সময় ভগবানের নাম উচ্চারণ করত।

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ', 'পুন্ডরীকাক্ষ'—নাম উচ্চারয় ॥

(চৈ: ভা: আ: -২।৭১)

এককথায় বলতে গেলে, জগতের একেবারে ভক্তিহীন অবস্থা। জগতের লোকের এই দুর্দশা দেখে শ্রীঅদ্বৈত

আচার্য্যাদি ভক্তগণের কাতর আহ্বানে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবে অকস্মাৎ এক ভগবদ্ নামের কৃষ্ণনামের ঢেউ জগতকে প্লাবিত করল। ঘরে ঘরে জনে জনে চন্দ্রগ্রহণের ছলে সকলের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়ে নামের বন্যায় তিনি স্বয়ং এলেন কৃষ্ণনাম সঙ্গে নিয়ে। সে সময় লোক পাপ কার্যে লিপ্ত ছিল। ব্রহ্মহত্যা, গো হত্যা, পরস্ত্রীগমন আদি বৃহৎ বৃহৎ পাপেকার্যে তারা লিপ্ত থাকত। পাপ কার্য করতে করতে তাদের হৃদয়টা বজ্রের মত কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। কোন পূণ্যকার্য তারা জানতেন না। মহাপ্রভুর আনীত নামসংকীর্ত্তনের স্পর্শে সে সব পাপী তাপী লোকেরও পাপ প্রবৃত্তি চলে গেল, বজ্রবৎ কঠিন হৃদয় মাখনের ন্যায় কোমল হলো। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

''এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই ততো পাপ করে ॥''

এই হলো মহাপ্রভুর আনীত নাম সংকীর্ত্তন ধর্ম যা কলিহত জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমরা গৌরের ধামে এসে নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেছি। এটা মহাপ্রভুর করুনা, তার অনুগজনের কৃপা। এইরকম শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের জীবনের একমাত্র গতি হউক।

শ্রীশ্রীগৌরকথা ষষ্ঠ দিবস

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥১২২॥

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর গ্রন্থরাজ ভাগবত সম্বন্ধে বললেন—

''বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।''

যদি সাধকগণ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করে ভজন করতে চান তাহলে শ্রীমদ্ভাগবত হলেন মূল প্রমাণ গ্রন্থ। নিগমাদি শাস্ত্র বৃক্ষের প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত। বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ আদি শাস্ত্রের নির্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমাকে প্রকাশিত করবার জন্য শৈশবে রুচি পরীক্ষাকালে মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তৎকালীন বিশিষ্ট ভাগবত পাঠক শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে ভক্তের অমর্যাদা করায় তাকে দণ্ডিত করেছিলেন মহাপ্রভু। নীলাচলে মহাপ্রভু যখন টোটা গোপীনাথের দর্শনে যেতেন তথায় তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত লীলা শ্রবণ করতেন। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে গ্রন্থ ভাগবতের এত মহিমা জগতে প্রচারিত ছিল না। *(ক্রমশঃ)*

শ্রী নবদ্বীপধাম পরিক্রমা বিবরণ

সংগ্রাহক - রুক্মিনী দাসী, নবদ্বীপ

শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব এবং গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের শ্রীবিগ্রহের প্রাকট্যোৎসব উপলক্ষ্যে গোদ্রুমস্থিত শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় মঠে সপ্তদিবসব্যাপী গৌরকথা ও নবদ্বীপধাম পরিক্রমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিবস (৪ঠা মার্চ ২০২০) বুধবার
শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমণ

সকাল ৭ ঘটিকায় শ্রীগোদ্রুমধামে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর সকল গুরুবর্গ ও শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করে অগণিত ভক্তসমাগমে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শ্রী সরস্বতী নদী অতিক্রম করে শ্রী অন্তর্দ্বীপকে স্পর্শ করে শ্রী রুদ্রদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা হয়। পথে পৃথুকুন্ড, যিনি ভগবানের লীলা শ্রবণের জন্য অযুতকর্ণ বর হিসাবে চেয়েছিলেন এবং এই পৃথু রাজার নামেই এই পৃথিবী। অতঃপর মাধাই ঘাট দর্শন করা হয়— যেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় 'কলসী কাণা' দ্বারা আঘাত করে রক্তপাত ঘটিয়েছিল মাধাই এবং মহাপ্রভু স্বয়ং রুষ্ট হয়ে চক্রকে আহ্বান করলে নিত্যানন্দ প্রভুর দয়ায় মাধাই উদ্ধার হয়েছিলেন। গঙ্গার তীর বরাবর পরিক্রমা অগ্রসর হয়ে ডানদিকে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট-এ যাওয়া হয়। এখানে বসেই কবি জয়দেব তাঁর বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ'

পদাবলী রচনা করেন এবং গৌরসুন্দরের আদেশে পরবর্ত্তী সময়ে নীলাচলে বাস করেন। ক্রমে পরিক্রমা রুদ্রদ্বীপে পৌঁছায়।

''গঙ্গাতীরে রুদ্রদ্বীপ অতি রম্য স্থান।
রুদ্র ইহা নৃত্য করে গৌর গুণ গান।''

(শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা কীর্ত্তন)

রুদ্রশিব জানতে পারেন কলিযুগে কৃষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে পাপী তাপীকে প্রেমদান করবেন। তাই ভাবে আবিষ্ট হয়ে সদাশিব নৃত্য করেছিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পেয়েছিলেন। সখ্যভক্তির পীঠস্থান এই রুদ্রদ্বীপ। এখানে প্রচুর কীর্ত্তন ও আরতির পর সীমন্তদ্বীপে ভক্তমন্ডলী পদব্রজে বৈষ্ণবদের আনুগত্যে অগ্রসর হতে থাকেন। এখানে শচীমাতার জন্মস্থান। পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সেবিত শ্রী মদনগোপালজিউ বিগ্রহ অপূর্ব শোভাবর্ধন করে। পার্বতী দেবী চিত্রকেতু রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব অপরাধহেতু অনুশোচনায় পার্বতী দেবী এই সীমন্তদ্বীপে শ্রীগৌরের ধ্যানে মগ্ন হন। শ্রী গৌরের দর্শন পেয়ে চরণধূলি সীমন্তে ধারণ করেন। তাই এই দ্বীপ সীমন্তদ্বীপ নামে খ্যাত। পার্বতীদেবীই প্রৌঢ়মায়া রূপে পূজিত হচ্ছেন নবদ্বীপে। বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের বেলবন এখানে অভিন্নরূপে প্রকাশিত। শ্রবণাখ্য দ্বীপ এই সীমন্তদ্বীপ। অতঃপর মুড়ি প্রসাদ দানে সকলে তৃপ্ত হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করা হয়। কৃষ্ণলীলায় যিনি কংস তিনিই চাঁদকাজী রূপে গৌরলীলাকে পুষ্ট করেন। পরে পরিক্রমা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দ্বিতীয় দিবস (৫ই মার্চ ২০২০) বৃহস্পতিবার
শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

নবদ্বীপ শহরকেই 'কোলদ্বীপ' বলা হয়। কোল অর্থাৎ বরাহ। সত্যযুগে এক ব্রাহ্মণ বরাহরূপে ভগবানকে আরাধনা করেন এবং দর্শন দান করে বলেন তিনিই গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে লীলাবিলাস করবেন। নবদ্বীপ শহরের 'পোড়ামা' যিনি ভগবানের শক্তিস্বরূপিনী, মহামায়া রূপে বঞ্চনা লীলা করেন এবং যোগমায়ারূপে শুদ্ধভক্তি দান করেন। দেবীকে দর্শন করে অবশেষে কীর্তনের ধ্বনিতে মুখরিত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে চাঁপাহাটিতে পদার্পণ করা হয়। ''ঋতুদ্বীপে সমুদ্রগড় চাঁপাহাটি স্থান'', এখানে দ্বিজ-বানীনাথের সেবিত শ্রীবিগ্রহ গৌর-গদাধর অদ্ভুত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের নিরাজন ও বৈষ্ণবদের নৃত্যকীর্ত্তন অন্তে ''কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া'' কীর্ত্তন ধ্বনি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমুদ্র এখানে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। গৌরসুন্দর নবদ্বীপে আবির্ভূত হবেন এবং গঙ্গাবিহার লীলা করবেন। সেই লীলা প্রত্যক্ষ করবার বাসনায় সমুদ্র গঙ্গার সাথে মিলিত হন। তাই এই স্থান সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি চম্পক ফুলের সমৃদ্ধ মাধুর্য্যমন্ডিত স্থান। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী চম্পক ফুলের মালায় রাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার করতেন। চম্পক মালায় সজ্জিত শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন দেন এবং জগন্নাথ পুরীতে বাস করার আদেশ দেন, এটি অভিন্ন বৃন্দাবনধাম, সব তীর্থই এখানে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। এটি অর্চনাখ্য দ্বীপ।

''জহ্নুদ্বীপে বিদ্যানগর জান্নগর নাম।
সার্বভৌমগৃহে গৌরহরির বিশ্রাম ॥''

(শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা)

বিদ্যানগর শ্রী সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহ, এখানে ৬৪ প্রকারের বিদ্যা অনুশীলন করা হত এবং বিদ্যার্জ্জন করে 'পণ্ডিত' উপাধি প্রাপ্ত হত। অতঃপর রাত্রি ৮ ঘটিকায় বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তন সহযোগে আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়ে শ্রীগোদ্রুম মঠে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় দিবসের পরিক্রমা সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

তৃতীয় দিবস (৬ই মার্চ ২০২০) শুক্রবার
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

হরিবাসর তিথিতে (আমলকী একাদশী) সকাল ৬ ঘটিকায় শ্রীগোদ্রুম মঠ হতে বৈষ্ণবগণ ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমণ শুরু করে। প্রথমে 'সুরভীকুঞ্জকে ভক্তগণ দণ্ডবৎ করেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের চরণে অপরাধের হেতু সুরভীদেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুরভীদেবী তাকে কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের কথা বলেন। এই গোদ্রুমদ্বীপে সুরভীর নির্দেশে ইন্দ্র গৌরের দর্শন পান, তাই এই স্থানের নাম সুরভীকুঞ্জ। মার্কণ্ডঋষি মহাবলয়ের জলে ভাসতে ভাসতে এখানে এলে সুরভীমাতা তাকে দুগ্ধপান করিয়ে তৃপ্ত করেছিলেন।

''জয় শ্রীগোদ্রুম ধাম কীর্তন প্রমোদ।
স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ শ্রীভক্তিবিনোদ ॥''—কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী 'স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে' যাওয়া হয়। তথায় শ্রীগুরুগোস্বামী ঠাকুর আরতি কীর্ত্তন করেন। এখানে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌর-গদাধর বিরাজ করছেন, তাঁর সেবক

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ আছেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মন্দির বিরাজমান। এখানে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে গৌর আলোচনায় রত থাকতেন, এই স্থানটি অভিন্ন রাধাকুন্ড।

মন্দির পরিক্রমান্তে হরিহরক্ষেত্র দর্শনের জন্য যাত্রা শুরু হল। ''অলকানন্দার তীরে মহা বারানসী।''—এটি অভিন্ন কাশীধাম, এখানে হর এবং হরি একই মূর্তিতে প্রকাশমান। তারপর আমঘাটা, সেখানে মহাপ্রভু দ্বিপ্রহরকাল অবস্থান করেন। ভক্তগণের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমের আঁটি পুঁতে সেই আম গাছের আম-প্রসাদ দান করে সকলকে তৃপ্ত করেন। পরবর্তী গন্তব্যস্থল সুবর্ণবিহার। সত্যযুগে সুবর্ণসেন রাজা যিনি বিষয়ী ছিলেন। নারদঋষির কৃপাতে গৌরের ভজনা করে, রুক্ম-বর্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেন। ইনিই শ্রীগৌরলীলায় বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন। মহাপ্রভু এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর পঞ্চাননতলা যেখানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করেছিলেন, সেখান থেকে পরিক্রমা পার্টি কীর্তন সহযোগে মধ্যদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রচন্ড রোদ এবং কণ্টকযুক্ত পথ অতিক্রম করে নৃসিংহপল্লীতে পৌঁছান হয়। মধ্যদ্বীপে সপ্তঋষি মধ্যাহ্নকালে ভজন করে গৌরের দর্শন পেয়েছিলেন। তাই এই দ্বীপের নাম মধ্যদ্বীপ, এই স্থান দৈবপল্লী নামেও খ্যাত। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে শ্রীনৃসিংহদেব এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের চরণতলে বসে শ্রীগুরুগোস্বামী ঠাকুর সকল বৈষ্ণবদের নিয়ে আরতি কীর্ত্তন করেন। দুপুরে অনুকল্প প্রসাদ দানে সকলকে তৃপ্ত করা হয়। ফেরার পথে নৈমিষারণ্য দর্শন করা হয় যেখানে ষাটহাজার ঋষিকে শ্রীসূতগোস্বামী ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন। গৌরকথা শুনবার জন্য শিব হংসের পিঠে করে দ্রুত আসেন। সেই শ্রীহংসবাহন শিবঠাকুরের স্থান দর্শন অন্তে সন্ধ্যেবেলা পরিক্রমা মঠে ফিরে আসে।

চতুর্থ দিবস (৭ই মার্চ ২০২০) শনিবার
শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ

এইদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখভার এবং প্রবল বর্ষার মধ্যেই পরিক্রমা এগিয়ে চলে। গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপ শহরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৃহে আনন্দে সবাই মাতোয়ারা হন। কারণ গৌড়ীয় গগনে গুরুবর্গেরের কৃপা ও গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বর্ষা উধাও হয়েছে এবং সূর্যদেব আড়লে থেকে দেখা দিচ্ছেন। অগণিত ভক্তদের এই মুহূর্তটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরবিরহে বিপ্রলম্ভভাবে এখানে ভজনা করেন। তারপর বুড়োশিব দর্শন ও প্রণাম করে পরিক্রমা এগিয়ে চলে। জহ্নুদ্বীপে জহ্নুমুনির তপস্যাস্থলী দর্শন করা হয়। ভগীরথ মুনি গঙ্গাকে এই পথ দিয়ে আনয়ন করতে করতে মুনির তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটে তাই এক গন্ডূষে গঙ্গাকে তিনি পান করেছিলেন। ভগীরথের আকুলতায় সন্তুষ্ট হয়ে জানুদেশ থেকে গঙ্গাকে প্রকটিত করেন। তাই গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। এরপর গন্তব্যস্থল মোদদ্রুম দ্বীপ। এখানে সারঙ্গমুরারী সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীরাধা মদনগোপাল জীউ বিরাজ করছেন। গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর জীউ বিরাজিত। অনতিদূরে মামগাছি তথায় ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভজনস্থলী। তিনি মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদে নারায়ণ দেবীর গর্ভে আসেন এবং পরবর্তী সময়ে গৌরলীলা বর্ণনা করেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ জীউ, শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউ, শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ, শ্রী সুভদ্রাদেবী শ্রীবলদেব জীউ, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, শ্রী সুভদ্রাদেব ও শ্রীবলদেব জীউ এখানে পূজিত হচ্ছেন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র এখানে বনবাস লীলা করেন। এবং সীতা দেবীকে গৌররূপে দর্শন দেন।

''এ ধামের ধুলায় মোর দন্ড পরণাম।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বৃন্দাবন-প্রাণ ॥''

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ফেরার পথে মহতপুর নামক স্থান, যেখানে পঞ্চপান্ডবের বনবাসকালে যুধিষ্ঠির মহারাজ স্বপ্নে মহাপ্রভুর অবতারের কথা জানতে পারেন। গঙ্গার তীরে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীবংশীদাস বাবাজীর ভজনকুটীর ও সমাধি দর্শন করে অবশেষে মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

পঞ্চমদিবস (৮ই মার্চ ২০২০) রবিবার
শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-মায়াপুর

পরিক্রমার শেষ দিন শ্রীঅন্তর্দ্বীপ বা মায়াপুর অর্থাৎ শ্রীগৌরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করা হয়। প্রথমেই শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি মন্দিরে আরতি ও কীর্ত্তনান্তে মূল মন্দির পরিক্রমা করা হয়। এখানে শ্রীলপ্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধব, মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, পঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রী জগন্নাথদেব বিরাজমান, মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী নিম্ববৃক্ষ এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা মন্দিরে বিরাজিত।

এখানে কীর্ত্তন এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে উদ্দন্ড নৃত্য করে বৈষ্ণবগণ আনন্দ দান করেন। শ্রীলপ্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেবের মূল মন্দির পরিক্রমা এবং কীর্ত্তন সহযোগে আরতি করা হয়। অতঃপর নিকটস্থ শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈতভবন পার হয়ে শ্রীচৈতন্য মঠ অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে পদার্পণ করা হয়। এখানে শ্রীলপ্রভুপাদের সমাধিস্থলে ''শ্রীরূপমঞ্জরীপদ'' কীর্ত্তন ও পরিক্রমা করা হয়। অবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীলগৌরকিশোর দাস বাবাজীর সমাধি কুটীরে ''গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌর বন মাঝে, গোদ্রুমে দিয়াছে স্থান'' কীর্ত্তনটি পরিবেশিত হয়। দুপুরে শ্রীগোদ্রুম মঠে ফিরে ভক্তগণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন বিকাল পাঁচটার সময় গুরুপূজা মহোৎসব পালিত হয়। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ও গৃহীভক্তগণ গুরুমহিমাকীর্ত্তন করেন। রাতে গৌর অধিবাস কীর্ত্তন ও আরতি পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন (৯ই মার্চ ২০২০, সোমবার) শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটীরের সম্মুখে অগণিত ভক্তসমাগমে সকালে এক ঘণ্টা বৈঠকী কীর্ত্তণ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত নাট্যমন্দিরে প্রশ্ন ও উত্তর ক্লাস হয়। ১১.৩০ টা থেকে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা হয় এবং দুপুর ১২টা থেকে ব্যাণ্ডপার্টি সহযোগে হোলি খেলা মহোৎসব পালন ও সন্ধ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরে জন্মাভিষেক ও কীর্ত্তনাদি পালন করা হয়।

পরদিন ১০ই মার্চ মঙ্গলবার প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। ❑

রথযাত্রার প্রাক্কালে কটক, পুরী, আলালনাথ ও রেমুনায় প্রচার

সংগ্রাহক - শ্রী প্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ কলকাতা থেকে রথযাত্রার উদ্দেশে গত ১৭।৫।২০২০ তারিখে উড়িষ্যা প্রদেশে কটক শহরে শ্রী সচিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। স্থানীয় ভক্তগণ আরতী কীর্ত্তন যোগে শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। উক্ত মঠে তিনি ১৫ দিন অবস্থান করেন। প্রত্যেকদিন শ্রীগুরুদেবের আরতী ও বৈঠকী কীর্ত্তন অন্তে উৎকল ভাষায় ভজন সম্বন্ধীয় কিছু উপদেশ মূলক বাক্য পরিবেশন করেন। বিকেল ৩ ঘটিকায় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তদেরকে নিয়ে প্রত্যেক দিন 'গৌড়ীয় দর্শন' সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কিছু স্তব স্তুতি মুখস্থ করান। রায়পাড়া, নোয়াপাটনা, ভদ্রক আদি বিভিন্ন স্থান হতে ভক্তগণ শ্রী গুরুদেবের দর্শনের উদ্দেশ্যে আসেন। তাং ২৯।০৫।২০ মঠে গুরুপূজা মহোৎসব পালন করা হয়। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর গুরুপূজায় বলেন—

''নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে লাগিয়া।

শ্রী জগন্নাথের রথযাত্রার সম্মুখে আরতি করছেন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করে অর্ন্তমনা হঞা ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৯)

কৃষ্ণসেবা করতে হবে, সেই সেবা দান করবেন শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ জন, তাঁর মাধ্যমে সেবা করাই বুদ্ধিমত্তা। প্রায় ১৫০ জন ভক্ত মহাপ্রসাদ সেবন করেন। মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। ৩১।০৫।২০ তারিখে শ্রীলগুরুদেব কটক হতে শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে যাত্রা করেন।

৫।৬।২০ তারিখে নীলাচল পুরুষোত্তম মঠে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীবৃন্দদের নিয়ে গুরুপূজা ও স্নানযাত্রা মহোৎসব করা হয়। সকল ভক্তদের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নাট্যমন্দিরে স্নানযাত্রাকালে শ্রীল গুরুদেব বলেন—''কমল নয়ন'' ভগবানের আর এক নাম। ইনি দারুব্রহ্ম, ইনি স্বয়ম্ভু, ইনি কালিয়া নাগ দমন কারী। এই কমল নয়ন মায়াগ্রস্ত, দেহাসক্ত জীবকে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। দর্শনে কৃপা করলেও অদর্শনে বেশি কৃপা করেন। অন্তর্মূখী হয়ে কমল নয়নকে দর্শন করতে বলেছেন সেই সুযোগ আজ আমাদের হয়েছে।

'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে'॥

এই দিন বৈকালে শ্রীলগুরুদেব ভক্তদের নিয়ে রওনা হলেন শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে অর্থাৎ আলালনাথ ধামে। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রী আলালনাথদেব দর্শন দিয়ে কৃপা করলেন। শ্রীল গুরুদেব ও ভক্তগণ আলালনাথের আরতী ও কীর্ত্তন করেন। ২-৩ দিবস তথায় ভক্তদের নিয়ে ক্লাস করেন। পরে চিল্কা হ্রদ, দই খাওয়া, ভাবকুন্ডলেশ্বর শিব, শিখিমাইতী ভজন কুটীর, রায়রামানন্দ ভজন কুটীর আদি বিভিন্ন স্থান দর্শন করা হয়। ১০।৬।২০ তারিখে ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে গুরুপূজা মহোৎসবে প্রায় ১০০ জন ভক্তের আগমন হয়। শ্রীগুরুপূজা বাসরে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ, মঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণও গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীলগুরুদেব বলেন—

''অদৃষ্টেন দর্শনোৎকণ্ঠ দৃষ্টে বিচ্ছেদ ভীরুতাঃ।

নাদৃষ্টেন নদৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখম্।।

এটি হচ্ছে প্রেম রাজ্যের কথা। দর্শন ও অদর্শন দুটোই এক। ভক্তি রাজ্যে দর্শনের থেকে অদর্শনে বেশি আনন্দ এবং ঘনীভূত আনন্দ আস্বাদিত হয়।

১২।৬।২০ তারিখে শ্রীল গুরুদেব ও পার্ষদগণ শ্রী ব্রহ্মগিরি গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যেক দিন বিকেল ৩টায় মঠবাসীদেরকে নিয়ে ক্লাস করতেন ও তারপর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাগান সেবা করতেন। একাদশী দিন সকাল ৮ ঘটিকায় পুরীধামস্থিত শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। এইদিন বিকালে শ্রীজগদানন্দ ভজন কুটীর, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর ভজন কুটীর, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটীর, শ্রী ছোটহরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটীর এবং শ্রী ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দির দর্শন করা হয়। অতঃপর সমুদ্র দর্শন করা হয় এবং সৈকতে কীর্ত্তন হয়।

১৮।৬।২০ তারিখে—ভোরে 'কপোতেশ-গ্রামে' ''কপোতেশ্বর শিব'' দর্শনে যাওয়া হয় পুরী হতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দন্ড ভাঙ্গা নদীও দর্শন হয়। ২২।৬।২০ তারিখে—পুরুষোত্তম মঠে গুণ্ডিচা মার্জন অন্তে 'নারায়ন ছাতা' শ্রীচৈতন্য মঠ অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানে যাওয়া হয়। দুপুরে শ্রী গুণ্ডিচা মন্দিরের সম্মুখে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার হয় এবং শ্রী নৃসিংহদেব মন্দিরের মার্জন অন্তে শ্রীল গুরুদেব শ্রী নৃসিংহদেবের আরতী করেন। পরদিন অর্থাৎ 'রথযাত্রা'র দিন নাট্য মন্দিরে ভক্তদেরকে নিয়ে নৃত্য কীর্ত্তন সমাপন করে নারায়ন ছাতার সম্মুখে অর্থাৎ বড়দন্ডীর পাশে মঠের বাহিরে Footpath-এ বহু ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন যোগে শ্রী বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের দর্শন ও আরতী করা হয়। প্রভু বলদেব গুরুদেবের কীর্ত্তন দর্শনে বার বার থেমে যান শ্রীজগন্নাথ দেবও সুন্দরভাবে দর্শন দান করেন এবং এক পান্ডার মাধ্যমে নিজ অধরামৃত প্রসাদ তুলসী প্রেরণ করেন। শ্রীলগুরুদেব রাত্রে ফিরে আসেন পুরুষোত্তম মঠে। ২৪।৬।২০ তারিখে মঠে গুরুপূজা মহোৎসবে সকলেই গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন, অবশেষে শ্রীলগুরুদেব কিছু গুরুমহিমা বর্ণন করেন।

২৫।৬।২০ তারিখে শ্রীল গুরুদেব পুরুষোত্তম মঠ হইতে রওনা হয়ে কটক মঠে দুপুরে বিশ্রাম করে রেমুনা ধামে অর্থাৎ মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে আসেন। ২৬।৬।২০ তারিখে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় কিছু ভক্তগণ ও সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ গুরুমহিমা কীর্ত্তন করে গুরুপূজা মহোৎসব সমাপন করেন। তাং ২৭।৬।২০—ভোর ৩ ঘটিকায় রেমুনা হতে রওনা হয়ে সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় বাগবাজার (কলকাতা) গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।❑

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ১০১তম

শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ সদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ২৩শে শ্রাবণ ১৪২৭, শনিবার (ইং ৮ই আগষ্ট, ২০২০) **গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬১তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন** এবং আগামী ১৪ই শ্রাবণ ১৪২৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০শে জুলাই, ২০২০) হইতে ১৭ই ভাদ্র ১৪২৭, বুধবার (ইং ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২০) পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথিপূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত সম্মেলনে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

২৩শে জুন মঙ্গলবার, ২০২০

মহোৎসব-পঞ্জী

৩০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ।
৩১শে জুলাই, শুক্রবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব। প্রাতঃ ৫।৩৩ মিঃ গতে দি ৯।৩১মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
৩রা আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
৮ই আগষ্ট, শনিবার	—	**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬১তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব।**
১১ই আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
১২ই আগষ্ট, বুধবার	—	**শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস।** নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।*
১৩ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৮।১১ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীযোগমায়া দেবীর আবির্ভাব।
১৫ই আগষ্ট, শনিবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৯।৩১ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
২৪শে আগষ্ট, সোমবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২৫তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
২৬শে আগষ্ট, বুধবার	—	**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।**
২৭শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।২৫ মিঃ মধ্যে **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ।** শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
২৯শে আগষ্ট, শনিবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩০শে আগষ্ট, রবিবার	—	**শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত।** মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
৩১শে আগষ্ট, সোমবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৮২ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	—	শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
২রা সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিঃ দ্রঃ—সেবানুকূল্য প্রদান করার জন্য ব্যাঙ্ক বিবরণ ঃ A/c Name-GAUDIYA MISSION, A/c No.-0090010057606, IFSC Code-UTBI0BAZ101, United Bank of India, Baghbazar Branch, Kolkata-700 003. **Online Donation করুন** http://www.gaudiyamission.org/Donation

প্রাপ্ত ধন রাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত হবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/07/2020

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)। হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org